Prof. Amal Chattopadhyay

Class: B.A. Honours 4th Semester

Subject: Philosophy

Paper: C8-T: Western Logic- 1

Topic: Existential Import

All the students of Philosophy Department (4th Semester) are hereby advised that to read the following materials and if any problems or queries arises regarding this matter they also asked to mark such difficulties, so that we can discuss in latter, when the class will start.

Questions

1. What is meant by 'existential import' of proposition? Explain With illustration. (Ans. 5.1)
2. What is the pre-supposition in Traditional Logic ? Can it Properly explain the traditional square of opposition of Propositions ? (Ans. 5.3 & 5.2)
3. What are the objections against existential proposition ? (Ans. 5.2 & 5.4)
4. What is meant by 'fallacy of existential import' ? Explain With illustration. (Ans. 5.5)

Page NO.
01

৫.১. বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য (Existential import of propositions)

একটি বচনের 'অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য' (existential import) আছে তখনই বলা যাবে যদি বচনটির দ্বারা বিশেষ প্রকার বস্তুর বা ব্যক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। যেমন—"আমার টেবিলের ওপর বই আছে" বচনটির অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে, কেননা বচনটি বিশেষ এক শ্রেণীর অন্তর্গত (বই-শ্রেণীর অন্তর্গত) বস্তুর অস্তিত্ব ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে "মৎস্যকন্যা নেই" বচনটির অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই, কেননা বচনটিতে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত (মৎস্যকন্যা-শ্রেণীর অন্তর্গত) বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় না—বচনটিতে এটাই বলা হয় যে, 'মৎস্যকন্যা' বলে বাস্তবিক কিছু নেই।

স্পষ্টতই, বচনের 'অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য' বলতে এটাই বোঝান হয় যে—বচনের উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর অন্তর্গত অন্ততপক্ষে একটি বস্তু বা ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ নয়। বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি সদস্যহীন হলে সেই শ্রেণীকে শূন্যগর্ভ (empty or null) বলে। যুক্তিবিজ্ঞানে 'কোন কোন' কথার (মানকের) অর্থ হচ্ছে—'অন্ততপক্ষে একটি'। কাজেই, 'কোন কোন' মানক-বিশিষ্ট বিশেষ বচনের (Particular proposition) অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে, এটা স্বীকার করা হয়। যেমন, "কোন কোন মানুষ হয় কবি" এই বিশেষ সদর্থক (I) বচনটি এটাই ঘোষণা করে যে, 'অন্ততপক্ষে একজন মানুষ আছে যে কবি'। তেমনি "কোন কোন মানুষ নয় কবি" এই বিশেষ নঞর্থক বচনটি (O) এটাই ঘোষণা করে যে, 'অন্ততপক্ষে একজন মানুষ আছে যে কবি নয়'। সহজ কথায়, 'কোন কোন' মানকযুক্ত I এবং O বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে এটা স্বীকার করতে হয়; মানতে হয় যে, এ-দুটি বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি সদস্যহীন নয়—শ্রেণীর অন্তর্গত অন্ততপক্ষে একজন সদস্য আছে।

অবশ্য এমন কিছু আপাত বিরোধী বিশেষ বচনের উল্লেখ করা যায় যেখানে বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ, অর্থাৎ যেখানে বলতে হয় যে, বচনটি বিশেষ বচন হলেও তা অস্তিত্বসূচক নয়। যেমন 'শেক্স্পীয়রের নাটকে কিছু ভূতের উল্লেখ আছে' ('কোন কোন ভূত হয় এমন যাদের উল্লেখ শেক্স্পীয়রের নাটকে আছে'-I), 'বেদে কিছু বৈদিক দেবদেবীর উল্লেখ আছে' ('কোন কোন বৈদিক দেবদেবী হয় এমন যাদের উল্লেখ বেদে আছে'-I)। এ-সব বিশেষ বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে বলা যাবে না, কেননা 'ভূত' বলে, 'বৈদিক দেবদেবী' বলে বস্তুত কিছু নেই।

Page No.
02

কিন্তু এ-সব আপাত বিরোধী বিশেষ বচনের অর্থ-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ-সব ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণী শূন্যগর্ভ নয়—অর্থাৎ এ-সব বিশেষ বচনেরও অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে। শেকস্‌পীয়র তাঁর নাটকে যে-সব ভূতের বর্ণনা করেছেন সে-সব অলীক বা কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, কিন্তু 'তাঁর নাটকে যে কয়েকটি ভূতের বর্ণনা আছে'—এ-কথা মিথ্যা নয়—শেকস্‌পীয়রের নাটকে বাস্তবিকপক্ষে কয়েকটি ভূতের বর্ণনা আছে। তেমনি, বৈদিক দেবদেবী অলীক বা কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, কিন্তু 'বৈদিক সাহিত্যে যে কিছু দেবদেবীর বর্ণনা আছে'—একথা মিথ্যা নয়, বৈদিক সাহিত্যে বাস্তবিকপক্ষে কিছু দেবদেবীর বর্ণনা আছে। এ-ভাবে অর্থ করলে মানতে হবে যে, "শেকস্‌পীয়রের নাটকে কিছু ভূতের উল্লেখ আছে," "বেদে কিছু বৈদিক দেবদেবীর উল্লেখ আছে"—এ-প্রকার আপাত বিরোধী বিশেষ বচনেরও অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে। সংক্ষেপে, নব্য যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে **I** এবং **O** বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে।

৫.২. বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য ও সাবেকী বিরোধ-চতুষ্কোণ (Existential import of proposition and Traditional square of Opposition)

'কোন কোন' (অন্ততপক্ষে একজন) মানকযুক্ত বিশেষ বচনের অর্থাৎ I ও O বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য মানলে, সাবেকী বিরোধ-চতুষ্কোণ অনুসারে, A এবং E বচনেরও অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য মানতে হয়। কারণ, অসম-বিরোধিতার (Sub-altern opposition) সম্বন্ধ অনুসারে A যদি I বচনকে সংশ্লিষ্ট (imply) করে*, তাহলে I বচন অস্তিত্বসূচক হলে A বচনকেও অস্তিত্বসূচক বলতে হয়। একইভাবে, O বচনকে অস্তিত্বসূচক বললে E বচনকেও অস্তিত্বসূচক বলতে হয়, কারণ অসম-বিরোধিতার সম্বন্ধ অনুসারে E বচন O বচনকে সংশ্লিষ্ট করে।

সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানে, অমাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে, A বচনের অসম-আবর্তন এবং E বচনের অসম-সবমব্যাবর্তনকে বৈধরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও, সেদুটি বচনের অর্থাৎ A এবং E বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়; কারণ, অস্তিত্বসূচক I বচন যদি বৈধভাবে A বচন থেকে নিঃসৃত হয় (আবর্তনের ক্ষেত্রে), এবং অস্তিত্বসূচক O বচন যদি বৈধভাবে E বচন থেকে নিঃসৃত হয় (সম-ব্যাবর্তনের ক্ষেত্রে), তাহলে I এবং O বচনের মতো A এবং E বচনেরও অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য মানতে হয়।

স্পষ্টতই, সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানের বিরোধ-চতুষ্কোণের ব্যাখ্যায় A, E, I ও O—এই চারটি বচনেরই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়। **কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের চারটি বচনকেই অস্তিত্বসূচক বললে এক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানের অনেক কিছুরই সঠিক ব্যাখ্যা হয় না।**

একটি অস্তিত্বসূচক বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি যদি শূন্যগর্ভ হয়, তাহলে, অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের দিক থেকে, বচনটিকে মিথ্যারূপে গণ্য করতে হবে। "S হয় P" আকারের বচনটির যদি S শ্রেণী শূন্যগর্ভ হয়, তাহলে "S হয় P" আকারে বচনটি মিথ্যা হবে।

---

* অসম-বিরোধিতার নিয়মানুসারে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ সত্য হয়, অর্থাৎ সামান্য বচনের মধ্যেই বিশেষ বচনের ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে।

Page No.
03

এমনক্ষেত্রে, চারটি বচনকেই অস্তিত্বসূচক বললে **A** এবং **O** বচনের মধ্যে **বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ স্বীকার করা যাবে না,** কেননা সেদুটি বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে (বিরুদ্ধ-বিরোধিতার নিয়মানুসারে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না)। যেমন, "মঙ্গল-গ্রহের সকল অধিবাসী হয় স্বর্ণকেশী" (A)—এবং "মঙ্গল-গ্রহের কোন কোন অধিবাসী নয় স্বর্ণকেশী" (O) এদুটি বচনই মিথ্যা হবে যদি মঙ্গল-গ্রহ জীবশূন্য হয়। অর্থাৎ বচন দুটির উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ হয়।

একইভাবে, চারটি বচনেরই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে মানলে সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানের **অধীন বিপরীত বিরোধিতার (Sub-contrary-opposition) সম্বন্ধও স্বীকার করা যাবে না;** কেননা, এই সম্বন্ধে আবদ্ধ I এবং O বচন অনেকক্ষেত্রে একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে (আংশিক বা অধীন বিপরীত বিরোধিতার নিয়মানুসারে, এই সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না)। যেমন—"মঙ্গলগ্রহের কোন কোন অধিবাসী হয় স্বর্ণকেশী" (I) এবং "মঙ্গলগ্রহের কোন কোন অধিবাসী নয় স্বর্ণকেশী" (O) এ-দুটি বচনই মিথ্যা হবে যদি মঙ্গলগ্রহে জীব না থাকে, অর্থাৎ বচনদুটির উদ্দেশ্য নির্দেশিত শ্রেণী সদস্যহীন হয়।

কাজেই, চারটি বচনেরই (A, E, I ও O) অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে—এ-কথা স্বীকার করলে সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানের অনেককিছুরই, বিশেষ করে বিরোধ-চতুষ্কোণের সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

৫.৩. সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্ব-স্বীকৃতি (Pre-Suppositions in Traditional Logic)

অবশ্য সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানীরা বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যকে একটি পূর্বস্বীকৃতি-স্বরূপ (Presupposition) গ্রহণ করতে পারেন, অর্থাৎ তাঁরা পূর্ব থেকেই এ-কথা ধরে নিতে পারেন যে চতুর্বর্গ-পরিকল্পনার চারটি বচনেরই (A, E, I ও O) উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীটি (অথবা তার পরিপূরক শ্রেণী*) শূন্যগর্ভ নয়। এভাবে, নির্বিচারে পূর্বস্বীকৃতি স্বরূপ চারটি বচনেরই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে মেনে নিলে বচনের যৌক্তিক সম্বন্ধগুলি সেই পূর্বস্বীকৃতিটির সত্যাসত্যের ওপর নির্ভরশীল হবে। অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর এ-প্রকার কোন না কোন পূর্বস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে। পূর্বস্বীকৃতিটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েই সে-সব প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলা যায়। যেমন—"তুমি কি চুরি করা সব টাকাই খরচ করেছ"? যে পূর্বস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে প্রশ্নকর্তা এমন প্রশ্ন করেন তা হল—'তুমি টাকা চুরি করেছিলে'। এই পূর্বস্বীকৃতিকে সত্য বলে মেনে নিয়েই প্রশ্নোত্তরে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলা চলে। এখানে প্রশ্নকর্তার পূর্বস্বীকৃতিটি ভ্রান্ত হলে এ-সব বাক্যকে প্রশ্ন বলেই গ্রহণ করা যাবে না এবং তার ফলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কোনটাই বলা সম্ভব হবে না।

এ-প্রকার, পূর্বস্বীকৃতি-স্বরূপ চারটি বচনের উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণীর (অথবা তার পরিপূরক শ্রেণীর) অস্তিত্ব আছে—এটা মেনে নিলে তবেই বিরোধ-চতুষ্কোণের অন্তর্গত A এবং E বচনের

---

* 'মানুষ' পদের পরিপূরক পদ 'অমানুষ'। 'প্রাণী' পদের পরিপূরক পদ 'অপ্রাণী'। মূল পদের সঙ্গে 'অ' বা 'ন' যোগ করে পরিপূরক পদ গঠন করতে হয়।

Page No.
04

মধ্যে সার্বিক বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ (Contrary Opposition), I এবং O বচনের মধ্যে অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ (Sub-contrary Opposition), A-O এবং E-I বচন জোড়ের মধ্যে বিরুদ্ধ-বিরোধিতার সম্বন্ধ (Contradictory Opposition), A-I এবং E-O বচন-জোড়ের মধ্যে অসম-বিরোধিতার সম্বন্ধ (Sub-altern Opposition) প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং সেই সঙ্গে অমাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে, A বচনের অসম-আবর্তন ও E বচনের অসম-সমব্যাবর্তনকেও বৈধরূপে গ্রহণ করা চলে।

সাবেকী অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিজ্ঞানের এ-প্রকার অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রচলিত ভাষারীতিরও সামঞ্জস্য অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় আমরা অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যকে পূবশর্তরূপে গ্রহণ করে বাক্য ব্যবহার করি। যেমন—আমরা এমন কথা বলে থাকি "ঐ ঝুড়ির সব আপেলই কাশ্মীরী আপেল" যখন ঝুড়িটির কাছে গিয়ে দেখা যেতে পারে যে, ঝুড়িটিতে কোন আপেলই নেই। এখানে আমাদের বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বস্বীকৃতিটি হল—'ঝুড়িটিতে আপেল আছে এবং সেগুলি কাশ্মীরী আপেল'। এখানে "ঐ ঝুড়ির সব আপেলই কাশ্মীরী আপেল" এই উক্তিটি সত্য না মিথ্যা তা নির্দেশ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়; আমাদের আসল অভিপ্রায় হচ্ছে—অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতিটি যে সঠিক হয়নি তা জ্ঞাপন করা।

৫.৪. অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি (Some objections against existential presupposition)

সাবেকী অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিজ্ঞানের এ-প্রকার ঢালাও অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতির বিরুদ্ধে তর্কবিজ্ঞানী কোপি (Copi) কতকগুলি আপত্তির উল্লেখ করেছেন। যথা :

প্রথমত, 'সব বচনই অস্তিত্বসূচক'—এই পূর্বস্বীকৃতিকে মেনে নিলে চতুবর্গ পরিকল্পনার অন্তর্গত (A, E, I ও O) **কোন বচনেরই উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ হতে পারবে না** এবং সেক্ষেত্রে আমাদের বাক্য ব্যবহারের তালিকা থেকে অনেক বাক্যকে অর্থহীনরূপে, অর্থাৎ সত্য নয় মিথ্যাও নয়—এরূপে বর্জন করতে হবে। যেমন—"সব পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় অলীক", 'ভূত নেই'— এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করা যাবে না (যেহেতু "পক্ষীরাজ ঘোড়া" শ্রেণী, "ভূত" শ্রেণী বস্তুত শূন্যগর্ভ)। কিন্তু আমরা এ-সব বাক্যকে সত্য বলেই গ্রহণ করি।

দ্বিতীয়ত, ভাষা-প্রয়োগের প্রচলিত রীতির সঙ্গেও এই পূর্বস্বীকৃতির কোন সঙ্গতি নেই। আমরা সাধারণত কোন শ্রেণী সম্পর্কে উক্তি করা কালে ধরে নিই যে শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ, যদিও বাক্যটিকে সত্য বলেই স্বীকার করি। যখন আমরা কোন সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ-পথে "সব অনধিকার-প্রবেশকারী দণ্ডিত হবে" ("All trespassers will be prosecuted")—এ-রকম বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিই, তখন আমরা এমন মনে করিনা যে, 'অনধিকার প্রবেশকারী' শ্রেণীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি আছে। এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনের পশ্চাতে আমাদের অভিপ্রায় হল—'অনধিকার প্রবেশকারী' শ্রেণীটি যেন শূন্য থাকে।

তৃতীয়ত, অনেক সময় আমাদের অনুমান ও যুক্তির পশ্চাতে কোন অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতি থাকে না। বিশেষত কোন নিয়ম ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি (First Law of motion) কোন

অস্তিত্বসূচক পূর্বস্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। সূত্রটি হল—'গতিশীল বস্তু বহির্বল প্রভাবমুক্ত হলে তা সমগতিতে সরলরেখায় ধাবমান হবে'। এখানে উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণীটি বস্তুত শূন্য—বহির্বল প্রভাবমুক্ত গতিশীল বস্তু বাস্তবিক পক্ষে নেই, যদিও পদার্থবিজ্ঞানে এই নিয়মটি অভ্রান্তরূপে স্বীকৃত।

এ-সব আপত্তির জন্য সাবেকী অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিজ্ঞানের অস্তিত্বমূলক পূর্বস্বীকৃতিটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৫.৫. অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য সম্পর্কে বুলীয় ভাষ্য (Boolean interpretation of Existential import.)

ইংরেজ নব্য-যুক্তিবিজ্ঞানী জর্জ বুলের (George Boole) মতে, **বিশেষ বচনের অর্থাৎ I এবং O বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে, কিন্তু সামান্য বচনের অর্থাৎ A এবং E বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই।** 'কোন কোন' (Some) মানকযুক্ত বিশেষ বচন অস্তিত্বসূচক। যুক্তিবিজ্ঞানে 'কোন কোন' মানকের অর্থ হচ্ছে, 'অন্ততপক্ষে একটি'। কাজেই, "কোন কোন মানুষ হয় কবি" বচনটির অর্থ হল—'অন্ততপক্ষে একজন মানুষ আছে যে কবি'। তেমনি, "কোন কোন মানুষ নয় কবি" বচনটির অর্থ হল—'অন্ততপক্ষে একজন মানুষ আছে যে অকবি'। স্পষ্টতই, দুটি বচনই অস্তিত্বসূচক।

কিন্তু সামান্য বচনের (A এবং E) উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণীটি অস্তিত্ব-সূচক হতে পারে আবার শূন্যগর্ভ হতে পারে। **বাস্তবিক পক্ষে, A ও E বচন কোন কিছুর অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব জ্ঞাপন করে না।** আসলে A ও E বচনকে প্রাকল্পিক বচনের আকারে প্রকাশ করলে তবেই তাদের ব্যাঞ্জনাটি সুস্পষ্ট হয়। "সকল মানুষ হয় মরণশীল" (A) এই বচনটির মাধ্যমে এটা বলা হয় না যে, মানুষ আছে অথবা মরণশীল মানুষ আছে—বচনটির মাধ্যমে যা ব্যক্ত করা হয় তা হল—'যদি মানুষ বলে কেউ থাকে তাহলে তাকে মরণশীল হতেই হবে, অর্থাৎ অমরণশীল-মানুষ বলে কিছু থাকতে পারে না'। স্পষ্টতই, এখানে 'মানুষ' শ্রেণীকে শূন্য অথবা অশূন্য কিছুই বলা হচ্ছে না।

বুলীয় ভাষ্য অনুসারে, I এবং O এ-দুটি বিশেষ বচন অস্তিত্বসূচক। কাজেই, যেখানে উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত শ্রেণী, S শ্রেণী শূন্যগর্ভ, সেখানে "কোন কোন S হয় P" (I) এবং "কোন কোন S নয় P" (O)—এই আকারের উভয় বচনই মিথ্যা হবে; এবং এ-দুটি বচনের বিরুদ্ধ বচন যথাক্রমে "কোন S নয় P" (E) এবং "সকল S হয় P" (A), অস্তিত্বসূচক না হওয়ায়, সত্য হবে। কাজেই, বুলীয় ভাষ্য অনুসারে, A ও O এবং E ও I বচন-জোড়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ (Contradictory opposition)। কিন্তু, এই ভাষ্য অনুসারে, যেহেতু **A ও E বচন একইসঙ্গে সত্য হতে পারে (অস্তিত্বজ্ঞাপক নয়-এমন দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারে), তাদের মধ্যে সার্বিক বা বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ (Contrary opposition) স্বীকার করা যাবে না। তেমনি, I এবং O বচন একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে (S-শ্রেণী শূন্যগর্ভ হলে অস্তিত্বসূচক দুটি বচন মিথ্যা হবে) বলে তাদের মধ্যে আংশিক বা অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ (Sub-contrary opposition) স্বীকার করা যাবে না; এবং**

যেহেতু I ও O বচন মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও A ও E বচন সত্য হতে পারে, সেজন্য অসম-বিরোধিতার (Sub-altern opposition) নিয়ম অনুসারে বলা যাবে না যে—A বচন I বচনকে এবং E বচন O বচনকে সংশ্লিষ্ট করে। কাজেই, বুলীয় ভাষ্য অনুসারে, সাবেকী বিরোধ-চতুষ্কোণের কেবল কর্ণরেখা দুটি টিকে থাকে, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-বিরোধিতার সম্বন্ধই গ্রাহ্য হয়, অন্যান্য বিরোধিতার সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয়। [বুলীয় ভাষ্য অনুসারে সাবেকী বিরোধ-চতুষ্কোণের রেখাচিত্র কিরূপ হবে তা নীচের ছবিতে দেখান হল]

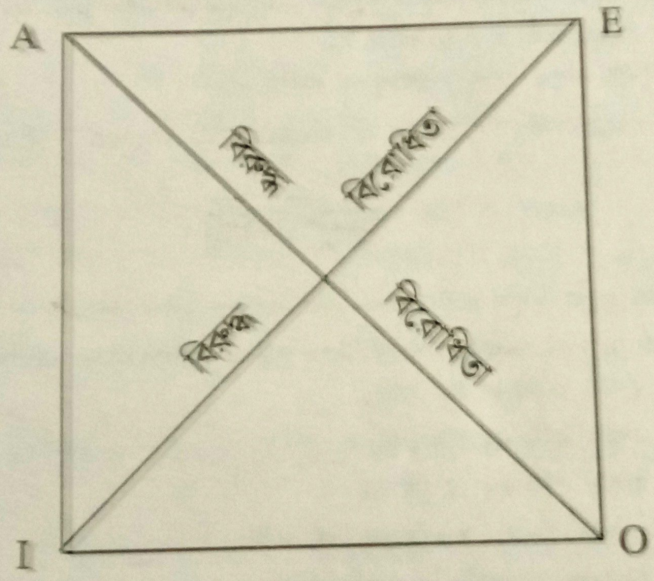

বুলীয় ভাষ্য অনুসারে সাবেকী বিরোধ-চতুষ্কোণের রেখাচিত্র।

অমাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে, বুলীয় ভাষ্য অনুসারে, A, E, I ও O এই চারটি বচনের ব্যাবর্তনই (Obversion) বৈধ, কেননা সেক্ষেত্রে সামান্য বচন (যার অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই) সামান্য বচনকেই সংশ্লিষ্ট করে, আর অস্তিত্বসূচক বিশেষ বচন বিশেষ বচনকেই সংশ্লিষ্ট করে।

আবর্তনের (Conversion) ক্ষেত্রে E এবং I বচনের আবর্তন বৈধ হলেও **A বচনের অসম-আবর্তন বৈধ নয়,** কেননা অস্তিত্বসূচক নয় এমন বচন থেকে (A বচন থেকে) অস্তিত্বসূচক বচন (I বচন) বৈধভাবে নিঃসৃত হতে পারে না। একই কারণে, A এবং O বচনের সম-ব্যাবর্তন (Contraposition) বৈধ হলেও **E বচনের সমব্যাবর্তন বৈধ নয়**—অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য না থাকায়, E বচন থেকে অস্তিত্বসূচক O বচন বৈধভাবে নিষ্কাশিত হতে পারে না। **অস্তিত্বসূচক নয় এমন বচন থেকে অস্তিত্বসূচক বচন নিঃসৃত হলে যে দোষ ঘটে তাকে 'অস্তিত্বমূলক দোষ' বা 'আস্তিকতার দোষ' (Fallacy of existential import) বলে।** A বচনের আবর্তন ও E বচনের সমব্যাবর্তন অস্তিত্বমূলক দোষে দুষ্ট।